যুগান্তর

তারিখ 20 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

নোট-গাইড ও কোচিং সেন্টার কেন সমাদৃত

দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। আজও শিক্ষকদের সামান্য প্রাপ্তির জন্য তাদের রাজপথে আর্তনাদ, অনশন, ধর্মঘট করতে হয়। সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নের আন্দোলন করলেও শুনতে হয় কঠিন ভাষার ছুশিয়ারি। যা সভ্য সমাজ ও দেশে অনভিপ্রেত। বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো এদেশের শিক্ষকরা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মর্যাদা পেয়ে শিক্ষকতা পেশায় আন্তরিকতার সঙ্গে মনোনিবেশ করলে শিক্ষার্থীরা নোট-গাইড ও কোচিং সেন্টারের অভিশাপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হবে।

শিক্ষকদের বেতন : ইংরেজ আমলে সমাজের ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষকতা পেশায় আসতেন। তাদের অর্থের পিছুটান ছিল না। শিক্ষকতাকে সমাজসেবা হিসেবে গণ্য করতেন। আজকাল সরকার তথা সংশ্লিষ্টদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেধাবী বা ধনিক শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষকতা পেশায় আসছে না। মানুষের মনে ভাবনা জন্মেছে, 'যার নেই কোনো গতি, সেই করে পণ্ডিতি'। আজও শিক্ষকদের পরিবার-পরিজনের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে তারা শিক্ষকতা পেশায় মনোযোগী হতে পারছেন না। কেউ কেউ কোচিং, টিউশনি বা খণ্ডকালীন অন্য পেশায় নিয়োজিত হন। অথচ এসব কাজকে সংশ্লিষ্টরা অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। শিক্ষকদের অভাবের যন্ত্রণায় রেখে জাতিকে সুশিক্ষিত করার চিন্তা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। স্বপ্নের মধ্যে বসবাস করে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হচ্ছে নোট-গাইড ও কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ হতে।

শিক্ষক সংকট : দেশ সংকটের পাহাড় অতিক্রম করে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হতে চলেছে। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষক সংকট লেগেই আছে। এ যেন জন্ম থেকে পাওয়া, অদৃষ্টের লিখন। এদিকে সদয় দৃষ্টি দেয়ার কেউ নেই। শিক্ষা মৌলিক অধিকার। অথচ নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না পর্যাপ্ত শিক্ষক। শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে পাসের জন্য নোট-গাইড, গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের সন্ধান করে।

শিক্ষকদের আন্তরিকতা : প্রাথমিক শিক্ষকরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও শিক্ষাদানবহির্ভূত কাজের চাপে তারা থাকে জর্জরিত। এসব কাজের চাপে তারা হারিয়ে ফেলে শিশুদের প্রতি আন্তরিকতা। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী শিক্ষকরা সরকারের থার্ড ক্লাস কর্মচারী। তৃণমূল পর্যায়ে এত থার্ড ক্লাস কর্মচারী আর কোথাও নেই বিধায় শিক্ষকদের ছাড়া সরকারের কাজ করানোর আর কে আছে! পঞ্চম তামিল ও তথ্য দাখিলের কারণে শিক্ষকদের পক্ষে নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্ন নেয়া সম্ভব হয় না, যা অনেকটা গোড়ায় পানি না দিয়ে আগায় পানি দেয়ার মতো। ফলে অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে কোচিং সেন্টারমুখী হয়।

প্রশিক্ষণবিহীন পাঠদান : দেশে যত্রতত্র গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন বা উচ্চবিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমান যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদানের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। শিশুশিক্ষার জন্যও তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। অনুরূপভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব স্কুলকে ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে, সেসব স্কুলের শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পাঠদান বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তারা বাধ্য হয়ে নিজেরা জানার জন্য নোট-গাইড অনুসন্ধান করে এবং শিক্ষার্থীদের নোট-গাইড কিনতে বাধ্য করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটে কৃপণতা : অনেকে সার্বিক দিক বিবেচনা না করে নিজেদের ভাবনা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। আমাদের প্রাজ্ঞ অর্থমন্ত্রী পরিবারে সচ্ছলতার কারণে দেশ-বিদেশে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতা দেখে মনে হয়, তার বিবেচনায় এদেশের সব মানুষ তার মতোই শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। দেশের শিক্ষাবিদরা, এমনকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার ভাবনাকে টলাতে পারেননি। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তাই অভিভাবক-শিক্ষার্থী সমবেতভাবে ছুটছে নোট-গাইড ও কোচিং সেন্টারের দিকে।

শিক্ষার প্রসারে বাস্তবমুখী গবেষণা : বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবরণের পর তৃণমূলের মানুষের সন্তানদের নিয়ে তেমন কোনো ইতিবাচক ভাবনা দেখা যায়নি। তাদের কাছে শিক্ষা গবেষণার মাপকাঠি হচ্ছে কর্তাব্যক্তিদের সন্তানদের মেধা ও জ্ঞান। সাধারণ মানুষের সন্তানদের জ্ঞান, সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা দৃশ্যমান নয়। ফলে সাধারণ মানুষের সন্তানদের মেধাবিকাশ, জ্ঞান অর্জন অনেকটা পিছিয়ে আছে।

নোট-গাইড ও কোচিং সেন্টার সমাদৃত হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। আগামী প্রজন্ম বেড়ে উঠুক জ্ঞান অর্জন ও মেধাবিকাশের মাধ্যমে, এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com